দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

79

এই শিক্ষকদের কি হবে?

পাঁচশ টাকা যারা বেতন পান সেই শিক্ষকদের কি হবে? ১৯৯০ সাল থেকে একশ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষক ৫০০ টাকা হারে মাসিক বেতন পাচ্ছেন। কথা ছিল পর্যায়ক্রমে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারীকরণ করা হবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অন্যান্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি পাবে। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে এসেও এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। জাতীয় সংসদে পর্যায়ক্রমে এ সকল বিদ্যালয় সরকারীকরণের কথা নতুন করে বলা হলেও সংশ্লিষ্ট দফতরে এমন কোন নির্দেশ এখনো যায়নি।

উল্লেখ্য যে দেশে প্রায় হাজার চারেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দশ হাজারের ওপর। এর মধ্যে আট হাজার বিদ্যালয় রেজিস্ট্রিকৃত। এরশাদের আমলে নতুন বিদ্যালয় রেজিস্ট্রিকরণ বন্ধ করে দেওয়ায় নতুন কোন বিদ্যালয় রেজিস্ট্রি করা যায়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসে ৫০০ টাকা ভাতা দেয়া হবে। পরে এ বিদ্যালয়গুলিকেও সরকারীকরণ করা হবে।

কিন্তু সরকারীকরণে বিলম্ব হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলি এখন বিপদে পড়েছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাসে ৫০০ টাকা পেলেও এই বিদ্যালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জামের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। বিদ্যালয় মেরামত থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ বেসরকারী বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ—প্রকৃতপক্ষে ঐ শিক্ষকদেরই বহন করতে হয়। ফলে, এই শিক্ষকেরা উভয় সংকটে। এরা বিদ্যালয় চালাতেও পারছে না আবার ছেড়ে যেতেও পারছে না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে এই বিদ্যালয়গুলি সরকারীকরণ করা না হলেও এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়। সরকারী এবং মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগীয় সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা পেলেও এই বিদ্যালয়গুলি কোন কিছুই পায় না। ফলে, সব মিলে এই বিদ্যালয়গুলি প্রকৃত পক্ষে 'প্রকসি' বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজির হয়ে শিক্ষকতা করতে হলে পেটে খেয়ে বাঁচা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যাটি ভেবে দেখতে হবে। এ ধরনের অর্থব্যয় অর্থবহ না হলে অপব্যয় বলেই পরিগণিত হবে। আর বছরের পর বছর মাসে ৫ 'শ' টাকা বেতন দিয়ে শিক্ষক রেখে অন্য কোন অনুদান না নিয়ে বিদ্যালয় চালাবার চিন্তা-ভাবনা আদৌ বাস্তব কিনা সে প্রশ্নও ভেবে দেখা প্রয়োজন। আশা করব, কর্তৃপক্ষ জরুরীভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।